মেহেরপুরে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক কারবারী গ্রেফতার

৫ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুরের বারাদী ক্যাম্পের একদল পুলিশ।

আটকরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালা গ্রামের ইহান নবীর ছেলে ইজহারুল ইসলাম (৩৮) ও একই গ্রামের হান্নান খানের ছেলে বকুল হোসেন (৪৮)।

আজ রবিবার (১১ জুন) বেলা ১২ টার দিকে বারাদী বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দিয়ে আটককৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা আইনশৃংখলা বিষয়ক মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইনশৃংখলা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহা: আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম

সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ জাহিদুর রহমান পিএসসি, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরকার, সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে রবিবার সকাল নয়টার সময় জেলার সকল ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সহকারি পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ) এইচ.এম গোলাম রাব্বি। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিসেস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেডে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, ডিআইও-(১), সকল

অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (প্রশাসন), আরআই, পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র ও পুলিশ ক্যাম্পের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিলসহ কুষ্টিয়ার ২ মাদক কারবারি আটক

গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই স্কুল ছাত্র আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
আটকরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বারখাদা ত্রিমোহনী গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে জাহিদ হাসান (২০) ও একই এলাকার মিরাজুল ইসলাম ওরফে মিরাজের ছেলে তুহিন (৩৬)। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।জাহিদ হাসান দশম শ্রেনীর ছাত্র।
আজ শনিবার (১০ জুন) দুপুরের দিকে কাজিপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই দুই মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র্রন আইনে মামলা দিয়ে আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার -৭

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের নিয়মিত ১২ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ২ আসামি ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ ও সিআর মামলায় ১ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
শুক্রবার দিবাগত রাতে এই দুটি থানার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।
পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর ডিউটি রুম থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১০ জুন) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে র্যাবের উপর হামলা: ৪ নং আসামি ভূট্টো গ্রেফতার

র্যাবের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহারভূক্ত ৪ নং আসামি মন্টু ওরফে ভূট্টো মন্ডল (৩২)কে গ্রেফতার করেছে র্যাব-১২ এর একটি দল।
গ্রেফতাকৃত ভূট্টো মন্ডল গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আমিন মন্ডলের ছেলে।
শুক্রবার দিবাগত রাতে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের রাকিবুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ভূট্টো মন্ডলকে গ্রেফতার করে।
গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে মাদক ব্যবসায়ীদের হামলায় র্যাবের উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমার রায়কে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এঘটনায় ওই দিনই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আনোয়ার হোসেন সুইট নামে একজনকে গ্রেফতার করেন। র্যাব সদস্য আহত হওয়ার ঘটনার মামলার ৪নং আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনিয়ে এই মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হলো।
র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি মেহেরপুর

ক্যাম্পের কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম ফারুক বলেন, র্যাবের উপর হামলা করার পরপরই পলাতক ছিল আসামি ভূট্টো। তার লোকেশন সঠিক করেই অপরাশেন চালানো হয়।
গ্রেফতার ভূট্টোকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর বিজিবির অভিযান ২ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার, আটক-৪

জীবননগরে দুই কেজি ২৪৫ গ্রাম স্বর্ণসহ চার চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টাযর সময় জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজার থেকে স্বর্ণসহ চার চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটককৃত চোরাকারবারী হলেন, নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানার মঙ্গলপুর গ্রামের জিহাদ মোল্লার ছেলে এবাদুল মোল্লা (২৬), তমসুল মোল্লার ছেলে মাহাবুর হাসান (২৭), ইনসান কাজীর ছেলে রিয়াজ আলী
(২১) এবং একই জেলার নড়াগাড়ী থানার থাশিয়ান গ্রামের ইয়ার আলীর ছেলে শেখ সোহেল রানা (৩৫)।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টাযর সময় মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদ পারভেজ রানা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত বৃহস্পতিবার মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মাসুদ পারভেজ রানা নিজেদের গোয়েন্দার তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারেন, চোরাকারবারীরা জীবননগর-চুয়াডাঙ্গা সড়ক দিয়ে স্বর্ণ পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তের দিকে যাবে। এ তথ্যের ভিত্তিতে অধিনায়কের নেতৃত্বে এবং উপঅধিনায়ক মেজর মোঃ রকিবুল ইসলামের সহযোগিতায় ব্যাটালিয়ন সদরের একটি বিশেষ টহলদল বৃহস্পতিবার বিকেলে কালীগঞ্জ-চুয়াডাঙ্গা সড়কে অবস্থান নেন।

আনুমানিক বিকেল ৬টায় সাদা রংয়ের একটি প্রাইভেটকার হাসাদাহ বাসস্ট্যান্ডে স্পিডব্রেকার পার হওয়ার সময় বিজিবির টহল দল

গাড়িটির গতিরোধ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে প্রাইভেটকারে থাকা এবাদুল মোল্লা, মাহাবুর হাসান, রিয়াজ কাজী এবং শেখ সোহেল রানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা জানান গাড়ির দ্বিতীয় আসনধারীর সিটের নিচে ১৪টি স্বর্ণের বার রয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক সিটের নিচ থেকে স্বর্ণের ৬টি মিডিয়াম ফ্লাটবার এবং ৮টি বার উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ৬টি মোবাইল জব্দ করা হয়। ১৪টি স্বর্ণের বারের মোট ওজন ২ কেজি ২৪৫ গ্রাম।

বিজিবি আরো জানায়, আটক স্বর্ণের বারসহ প্রাইভেটকার এবং মোবাইলের মূল্য ২ কোটি ২৪ লাখ ৭৫ হাজার ৭৫১ টাকা। আটক আসামীদের স্বর্ণের বার শুল্ক কর ফাঁকি দিয়ে ভারতে পাচারের জন্য বহন করা ও নিজ জিম্মায় রাখার অপরাধে তাদেরকে জীবননগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। এছাড়া ১৪টি স্বর্ণের বার চুয়াডাংগা ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

আইনজীবী ছাড়া বিনা খরচে জামিন পেলেন এক আসামি

আইনজীবী নিয়োগ করা ছাড়াই নিজের মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত থেকে জামিন পেলেন এক আসামি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এই আদেশ প্রদান করেন। আদালত আসামিকে নিজ জিম্মায় মামলার পরবর্তী তারিখ আদালতে উপস্থিত হওয়ার শর্তে অন্তর্র্বতীকালিন জামিন মঞ্জুর করে আসামিকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন।

খোজ নিয়ে জানা যায়, আসামি মোঃ কাবেল আলীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী ২০২০ সালে একটি যৌতুকের মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আসামি মোঃ কাবেল আলীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলে পুলিশ চুয়াডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন। দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা জেলে থাকার পর সম্প্রতি তাকে মেহেরপুর জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। আজ জেল খানা থেকে তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হলে কোন আইনজীবী না থাকায় আদালত আসামির বক্তব্য জানতে চান। আসামি তখন নিজেই শুনানি করেন এবং আইনজীবী নিয়োগ করার মতো তার পরিবারে কেউ নেই বলে জানিয়ে নিজেই মৌখিকভাবে জামিনের প্রার্থনা করেন। তার স্ত্রীর সাথে তালাক হয়নি এবং সংসারে এক সন্তান আছে জানিয়ে তিনি সংসার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ হাজতবাস এবং মামলার গুনাগুন বিবেচনায় আদালত তাকে নিজ জিম্মায় পরবর্তী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় কৃষকলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় সাবেক কৃষকলীগের সভানেত্রী সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে আটক করে পুলিশ।

জানাযায়, বুধবার সকালে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা চলছিলো। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিলো। সে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলো। এরমধ্যে সামসাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিলো। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে সে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতেই কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে কিলঘুষি সহ পায়ের স্যান্ডেল খুলে শিক্ষককে মারপিট করে। ভুক্তভোগী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন ।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অপমানকর। আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার আমাকে ডেকেছিল। তার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ভাবে বিকেলে থানায় মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শিক্ষকের দায়েরকৃত মামলায় সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আজ (বৃহস্পতিবার) কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

মেহেরপুরে মাদক সেবনকারীর ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

হেরোইন সেবনের অভিযোগে মোঃ জহুরুল ইসলাম (৪২) নামের এক মাদকসেবনকারীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান হয়েছে।

দণ্ডিত জহুরুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের পোষ্ট অফিসপাড়া এলাকার মিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

আজ বুধবার (৭ জুন) দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা শহরের স্টেডিয়াম পাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই রায় দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুন বলেন, নিজের দোষ স্বীকার করলে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (৫) ধারায় মাদক সেবনকারী জহুরুল ইসলামকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন উপপরিদর্শক ভ্রাম্যমান আদালতে প্রসিকিউশন দাখিল করেন। অভিযোগ আমলে নিয়ে অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর তাকে কারাদণ্ড দেন।

দণ্ডিত জহুরুল ইসলামকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।